গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
পরি-২ শাখা

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাস্তবায়নাধীন এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের ফেব্রুয়ারি, ২০২২ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত মাসিক পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ মোকাব্বির হোসেন সচিব
সভার তারিখ	০৬/০৩/২০২২
সভার সময়	সকাল ১১.৩০ ঘটিকা
স্থান	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	জনাব মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব চৌধুরী, মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, জনাব ড. তরুণ কান্তি শিকদার, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ), জনাব মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব, (বহিঃ ও নিরাপত্তা), জনাব সৈয়দ বেলাল হোসেন, অতিরিক্ত সচিব, (কারা অনুবিভাগ), জনাব মোঃ খায়রুল আলম সেখ, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন অনুবিভাগ), জনাব ইসরাত চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব, (মাদক অনুবিভাগ), মোঃ আব্দুস সবুর মন্ডল, মহাপরিচালক (ডিএনসি), ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ সাজ্জাদ হোসাইন, মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ এস এম আনিসুল হক, মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, জনাব আলী রেজা সিদ্দিকী, যুগ্ম সচিব, (পরিকল্পনা অধিশাখা), জনাব আরিফ আহমদ, যুগ্ম সচিব, (পরিকল্পনা-১), জনাব ড.সনজয় চক্রবর্তী, প্রকল্প পরিচালক, কারা প্রশিক্ষণ নির্মাণ প্রকল্প, রাজশাহী, জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন, প্রকল্প পরিচালক, ডুবুরি সম্প্রসারণ প্রকল্প, জনাব এস এম শাহীন পারভেজ, প্রকল্প পরিচালক, খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প, জনাব মোকতার আহমদ চৌধুরী, জনাব মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ, উপ-সচিব, (পরিকল্পনা-২), প্রকল্প পরিচালক, নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প, জনাব নুসরাত জাহান, নির্বাহী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, জনাব বিশ্বজিৎ বড়ুয়া, তত্ত্বাবধায়ক স্থপতি, গণপূর্ত অধিদপ্তর, জনাব মোঃ মাহাবুব হাসান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, জনাব মোঃ ছারোয়ার হোসেন, প্রকল্প পরিচালক, ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট (সংশোধত ১৭টি) প্রকল্প, জনাব মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, ডিআইজি প্রিজন্স ঢাকা ও প্রকল্প পরিচালক, কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন (অতিরিক্ত দায়িত্ব), জনাব মোঃ রিজওয়ানুল হুদা, যুগ্ম সচিব, প্রকল্প পরিচালক, ১৫৬টি (সংশোধিত-১৪৩) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, জনাব ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ সাদাত হোসেন, প্রকল্প পরিচালক, পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন অধিদপ্তর, জনাব লেঃ কর্নেল মোঃ রেজাউল করিম, পরিচালক (পঃপ্রঃউঃ), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, জনাব লেঃ কর্নেল জিল্লুর রহমান, পরিচালক অপারেশন ও মেইনটেন্স, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, জনাব মোঃ মাহবুবুর রব, প্রকল্প পরিচালক, পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, জনাব লেঃ কর্নেল শেখ মুহিবুর রহমান, প্রকল্প পরিচালক, (বাস্তবায়নকারী সংস্থা), পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, জনাব সুব্রত কুমার রায়, প্রকল্প পরিচালক, জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প (অতিরিক্ত দায়িত্ব), জনাব মোঃ ইলিয়াছ হোসেন, প্রকল্প পরিচালক, কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প, জনাব মোঃ হামিমুর রশিদ, উপ পরিচালক (ক্রয়, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), জনাব রামেশ্বর দাস, সহকারী প্রকল্প পরিচালক, সহকারী পরিচালক, গবেষণা ও প্রকাশনা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জনাব আবু নোমান মোঃ জাকির হোসেন, উপপরিচালক (পরিকল্পনা), ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর,

সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তা, সংস্থা প্রধান এবং প্রকল্প পরিচালকগণকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম পরিচালানার জন্য যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা)কে অনুরোধ করেন।

০২। সভায় ০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত জানুয়ারি,২০২২ মাসের এডিপি সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করা হয়

এবং সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

০৩। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভায় জানান যে, ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) সুরক্ষা সেবা বিভাগের ১৬টি প্রকল্পের অনুকূলে ১২৫৪.৪৪ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে, যার পুরোটাই জিওবি খাতে। বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ৬৪০.২১ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে, যা বরাদ্দের ৫৪.০৪% এবং মোট ব্যয় হয়েছে ২১৭.৩৪ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ১৭.৩৩% এবং অবমুক্তকৃত অর্থের ৩৩.৯৫%। সভাপতি কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বর্তমান অর্থবছরের কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন এবং বরাদ্দকৃত এডিপি-র যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করেন।

০৪। এ পর্যায়ে সংস্থাওয়ারী প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, ২০২১-২০২২ অর্থবছরের এডিপি'তে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর (এফএসসিডি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৫টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৪২৫.৬১ কোটি টাকা, অবমুক্ত করা হয়েছে ২৩৪.১৯ কোটি, টাকা যা বরাদ্দের ৫৫.০২%। প্রকল্পের অনুকূলে এ সময়কালে ব্যয় হয়েছে মোট ৭৯.৮৯ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ১৮.৭৭% এবং অবমুক্তকৃত অর্থের ৩৩.১১%। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ০১টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ১০.০১ কোটি টাকা, অবমুক্ত করা হয়েছে ৭.৫১ কোটি টাকা, ব্যয় হয়েছে ০.৭৯ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৭.৮৯%। কারা অধিদপ্তরের ৮টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ৪৮৬.৮২ কোটি টাকা, অবমুক্ত করা হয়েছে ১৬৬.০১ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৩৪.১০%। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ব্যয় হয়েছে ৪০.৭৩ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৮.৩৭% এবং অবমুক্তকৃত অর্থের ২৪.৫৩%। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ২টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ৩৩২.০০ কোটি টাকা, অবমুক্ত হয়েছে ২৩২.৫০ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৭০.০৩%। প্রকল্প দুটির অনুকূলে এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৯৫.৯২ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ২৮.৮৯% এবং অবমুক্তকৃত অর্থের ৪১.২৬%।

০৫। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমুহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর প্রকল্প:

৪টি বিভাগীয় শহরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভায় জানান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে ০১টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক ঢাকার বাইরে থাকায় মহাপরিচালক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সভাকে বলেন যে, কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ কিছুটা পিছিয়ে আছে। রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল এবং চট্টগ্রামের ভৌত নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্ত হয়েছে। লিফট, জেনারেটর, সিসিটিভি স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্প হতে ২৯ প্রকার যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য টেন্ডার আহবান করা হয়েছিল। মূল্যায়নের পর ০৯/০২/২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। সর্বোচ্চ ৯০ দিনের মধ্যে মালামাল সরবরাহ করার কথা রয়েছে। সরবরাহকারীদের এপ্রিলের মধ্যে সরবরাহের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। সভাপতি বলেন, প্রকল্পটি জুন, ২০২২ এ সমাপ্ত করতে হবে এবং এ সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) পিপিআর অনুযায়ী মানসম্মত মালামাল সংগ্রহ করে প্রকল্প কার্যক্রম সম্পাদন মার্চ/এপ্রিল, ২০২২ এর মধ্যে নিশ্চিত করতে হবে;

(খ) জুন, ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ নিতে হবে;

(গ) প্রকল্পের কার্যক্রম অসম্পূর্ণ রেখে প্রকল্প সমাপ্ত করা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে জবাবদিহি করতে হবে।

(ঘ) উপকরণ সংগ্রহের জন্য পিএসআই থাকলে ২০ মার্চ, ২০২২ এর মধ্যে প্রস্তাবনা প্রেরণ করতে হবে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নতুন প্রকল্পসমূহঃ

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত
১.	মর্ডানাইজেশন অব ডিএনসি (জানুয়ারি ২০২২ থেকে ডিসেম্বর ২০২৪	০২/১১/২০২১ তারিখের যাচাই বাছাই কমিটির সভার সিদ্ধান্তমতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে যন্ত্রপাতি ও প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান রয়েছে মর্মে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর হতে সভাকে জানানো হয়েছে।
২.	ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩)	পরিকল্পনা কমিশনের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি ২৯/১১/২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগ হতে একনেকে উপস্থাপনের জন্য রয়েছে।
৩.	মাদকাসক্ত শনাক্তকরণে ডোপ টেস্ট প্রবর্তন (প্রথম পর্যায়) (জানুয়ারি ২০২২ থেকে ডিসেম্বর ২০২৪)	গঠিত ডিপিপি'র উপর ১৭/০২/২০২২ তারিখে যাচাই সভার সিদ্ধান্তমতে অধিদপ্তর ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান রয়েছে। তবে পুনর্গঠিত ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরন করা হয়েছে মর্মে জানানো হয়।
৪.	০৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণ (জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৩)	গত ০৮/০৭/২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জমির ডিজিটাল সার্ভে ও ব্যয় প্রাক্কলনপূর্বক পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠনের জন্য ২৩/০১/২০২২ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।
৫.	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা অফিস ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ০৭টি) (০১/০৭/২০২০ থেকে ০১/০৬/২০২৩)	০৭ টি জেলার নিজস্ব জমির ডিজিটাল সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে। নকশা অনুমোদিত ও স্বাক্ষরিত হয়েছে। সাইট প্লান অনুযায়ী সয়েল টেস্টের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তরে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে ফেব্রুয়ারি ২০২২ এর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি ডিএনসিতে প্রেরণ করা হবে মর্মে জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশ ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন প্রকল্পঃ

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি জুলাই ২০১৮ হতে জুন, ২০২৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত আছে। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৬৩৫.৯১ কোটি টাকা এবং চলতি অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ৩১২.০০ কোটি টাকা। এ পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালক জানান, এ অর্থবছরে অতিরিক্ত ৩০ লক্ষ বুকলেট আমদানীর লক্ষ্যে গঠিত মূল্যায়ন কমিটির মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে, দ্রুত সভা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নমালা (Questionnaire) প্রণয়ন ও অনলাইন সার্ভের লিংক তৈরী করা হয়েছে। তিনি বলেন, ডিপিপি সংশোধনের জন্য ground work করা হয়েছে। Veridos GmbH কোম্পানির প্রায় ৫০ জন জনবল কাজ করছেন এবং তাদেরকে replace করে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করতে হবে। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন, প্রকল্পে জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের জনবল সংক্রান্ত কমিটির অনুমোদন নিয়ে প্রকল্পে নতুন করে জনবলের সংস্থান করতে হবে। প্রকল্প পরিচালক আরো জানান যে, কুগলার মেশিনে রেডি বুকলেট তৈরীর বিষয়ে Feasibility Study করে প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হবে। তিনি বলেন, ই-পাসপোর্ট বুকলেট রাখার জন্য কুমিল্লা পাসপোর্ট অফিসের ফ্লোর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যা মেরামত প্রয়োজন। ডিআইপি মহাপরিচালক এ পর্যায়ে জানান যে, গণপূর্ত বিভাগকে বিষয়টি বলা হয়েছে। তারা না করলে ডিআইপির নিজস্ব অর্থে এটি মেরামত করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন, বইগুলো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় না রাখলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, স্টক টেকিং এর সমস্যাসমূহ দুর করার জন্য Veridos কোম্পানিকে ১৫ মার্চ ২০২২ তারিখ পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে।

সভাপতি এ পর্যায়ে ই-পাসপোর্টের সার্ভার-এর কানেক্টিভিটির সমস্যার সমাধান হয়েছে কিনা জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, একটি Real IP ক্রয় করা হয়েছে যাতে Server বন্ধ না হয়ে যায়। তাছাড়া অনলাইনে rescheduling বন্ধ করা হয়েছে এবং ই- চালানের মাধ্যমে পেমেন্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সভাপতি বলেন, পাসপোর্ট ব্যাকএন্ডে-এ আটকে থাকলে সেবাপ্রার্থীদের যাতে SMS প্রেরণ করা হয়, তা সেবা প্রদানের স্বার্থে নিশ্চিত করতে হবে। প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, ১৪ থেকে ১৯ মার্চ যশোরের DRS (Data Recovery System) টেস্ট করা হবে। তিনি আরো জানান যে, ই-গেইট কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে ৩৮ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এ মাসের মধ্যেই বাংলাবান্ধা ও বেনাপোল স্থলবন্দরে ই-গেইট স্থাপন সম্পন্ন হবে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান যে, ই-গেট চালুর জন্য এসবিসহ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে; এসবি কর্মকর্তাদের নাম সংগ্রহপুর্বক জিও জারীর জন্য মন্ত্রনালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) চাহিদা অনুযায়ী ই-পাসপোর্ট সরবরাহ করার লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় অতিরিক্ত ৩০ লক্ষ রেডিবুক সংগ্রহ পিপিআর অনুযায়ী জরুরী ভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে;

(খ) প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে;

(গ) এপ্রিল ২০২২ এর মধ্যে অধিদপ্তর হতে ডিপিপি সংশোধনের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

(ঘ) ই-পাসপোর্টের মালামাল সংক্রান্ত স্টক টেকিং এর সমস্যাবলি মার্চ, ২০২২ এর মধ্যে সমাধান করতে হবে।

(ঙ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের ৪টি পিএসসি ও ৪টি পিআইসি সভা করতে হবে।

(চ) পাসপোর্ট ব্যাকএন্ডে আটকে থাকলে সেবাপ্রার্থীদের যাতে SMS প্রেরণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(ছ) অতিরিক্ত সচিব (বহিরাগমন ও নিরাপত্তা), এডিশনাল আই জি (এস বি), প্রকল্প পরিচালক এবং মহাপরিচালক (পাসপোর্ট)-এর প্রতিনিধি একত্রে সরেজমিনে পরিদর্শন করে হযরত শাহজালাল আন্তজাতিক বিমানবন্দরে ই-গেইট চালুর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্পঃ

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটির সংশোধিত ডিপিপি জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২ মেয়াদে ১২৮৩৯.৭৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। এ পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি একনেকে অনুমোদনের পূর্বেই টেন্ডার এর প্রাথমিক কার্যক্রম করা হয়েছিল এবং ডিপিপি সংশোধনের সরকারি আদেশ পাওয়ার পর কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। তিনি আরো জানান, গাজীপুর আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণের রোডম্যাপ পাওয়া গিয়েছে এবং ঠিকাদারকে দ্রুত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে সেখানে পাইলিং ও ওয়াটার রিজার্ভের কাজ চলছে এবং আগামী অক্টোবর ২০২২ এর মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ হবে। সভাপতি বলেন, এ প্রকল্পের মেয়াদ আর বাড়ানো হবে না এবং রোডম্যাপ প্রণয়ন করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। তিনি বলেন, প্রতিটি অফিসের কাজের বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী রোডম্যাপ প্রস্তুত করে বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে এবং সেপ্টেম্বর ২০২২ এর মধ্যে সকল কাজ সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) গাজীপুর আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ কাজ রোডম্যাপ অনুযায়ী দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।

(খ) প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২২ এর মধ্যে সমাপ্ত করার লক্ষ্যে সেপ্টেম্বর ২০২২ এর মধ্যে নির্মাণকাজ সম্পন্ন করার রোডম্যাপ প্রস্তুত করতে হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করার জন্য প্রতিটি অফিসের জন্য রোডম্যাপ অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা তদারকি করতে হবে।

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মে ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের পিএসসি ও

পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে।

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের নতুন প্রকল্পসমূহ:

ক্র:নং	প্রকল্পের নাম	অগ্রগ্রতি
১.	Implementation of e-Visa Bangladesh (০১.০৭.২০২১ থেকে ৩০.০৬.২০২৬)(উচ্চ অগ্রাধিকার)	ই-ভিসা সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য G2G ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা নির্ধারণের জন্য গঠিত কমিটির সভা কোভিড-১৯ এর কারণে হয়নি। তবে অতিশীঘ্রই সভা আহবান করা হবে।
২.	ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের এরজন্য আধুনিক প্রশিক্ষন নির্মাণ (০১.১২.২০২১ থেকে ৩০.০৬.২০২৪) (উচ্চ অগ্রাধিকার)	মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর জানান, ঢাকার কেরানিগঞ্জে একটি ভালো জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। এ প্রকল্পের ডিপিপি সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর প্রকল্পসমূহঃ

দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি (সংশোধিত-৪৬টি) উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (২য় সংশোধন) প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, এ অর্থবছরে প্রকল্পটি সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। প্রকল্প পরিচালক সভাকে বলেন যে, এ প্রকল্পের ০৭টি স্টেশন চালু হয়েছে এবং ১৬টি স্টেশন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের জন্য প্রস্তাবিত। এ পর্যায়ে মহাপরিচালক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন বলেন যে, উদ্বোধনের জন্য নির্ধারিত সকল স্টেশন তিনি নিজে ও প্রকল্প পরিচালক পরিদর্শন করবেন। জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, বাদ পড়া ০৮টি স্টেশনের মধ্যে ০২টির জমি বুঝে নেওয়া হয়েছে, বাকি ০১টির টাকা দেওয়া হয়েছে। বকিগুলোর জমি এখনও বুঝে নেওয়া হয়নি। এ পর্যায়ে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) বলেন, যশোরের কিছু স্টেশন তিনি পরিদর্শন করেছেন বিধায় সেগুলো পরিদর্শন না করলেও চলবে, তবে তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। সভাপতি কাজের দীর্ঘসূত্রিতার জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং দ্রুত ও মানসম্মতভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের জন্য প্রস্তাবিত সকল কাজ আগামী মার্চ, ২০২২ এর মধ্যে শেষ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। একই সাথে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করেন। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) ও মহাপরিচালক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে জমি অধিগ্রহনের জন্য প্রস্তাবিত জেলার জেলা প্রশাসকদের সঙ্গে কথা বলে জমি অধিগ্রহণ ত্বরান্বিত করার জন্য সভাপতি অনুরোধ করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মে ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের ০৪টি করে পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে;

(খ) উদ্বোধনের জন্য প্রস্তাবিত ১৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন মহাপরিচালক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করতে হবে ও মানসম্মত নির্মাণ নিশ্চিত করতে হবে;

(গ) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা প্রকল্প পরিচালক সেটি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে;

(ঘ) ০৬ টি জেলার জমি অধিগ্রহণের সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভায় অবহিত করতে হবে।

দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদর/স্থানে ১৫৬টি (সংশোধিত-১৪৩টি) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (১ম সংশোধন) প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, এ অর্থ বছরে প্রকল্পটি সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। প্রকল্প পরিচালক সভাকে বলেন যে, প্রকল্পের অধীনে ১৪৩টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের মধ্যে ১৩০টি স্টেশনের নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে এবং ১৩টি স্টেশনের নির্মাণ কাজ চলছে। ১০১টি স্টেশন চালু হয়েছে, ২২টি স্টেশন চালুর অপেক্ষায় রয়েছে। ২৪টি স্টেশন উদ্বোধনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে এবং স্টেশনসমূহের যাবতীয় কাজ সমাপ্ত হয়েছে। সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে তিনি বলেন যে, গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রায় সকল কাজ কর্মপরিকল্পনা থেকে ২/৩ মাস করে পিছিয়ে আছে। তিনি আরো বলেন যে, প্রকল্পের অধীনে খালিয়াঝুড়ি, নেত্রকোনার কাজ অনেকটা পিছিয়ে আছে। সভাপতি বর্ষা মৌসুমের পূর্বে কাজগুলি সমাপ্তির জন্য তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তরকে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। এ পর্যায়ে যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-১) সভাকে বলেন যে, তিনি সম্প্রতি এ প্রকল্পের অধীনে নির্মিত নোয়াখালী জেলার হাতিয়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন পরিদর্শন করেছেন। স্টেশনটি গত ১৮/১২/২০১৮ তারিখে উদ্বোধন করা হয়। তিনি স্টেশনটির কিছু ছবি প্রদর্শন করলে মহাপরিচালক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সভাকে বলেন যে, অধিকাংশ স্টেশনের সুয়ারেজ লাইন ব্যারাক/ভবনের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এগুলো অল্প কিছুদিনের মধ্যে লিক করে এবং এতে ভবন ব্যবহারের অনুপোযোগী হয়ে পড়ে। সভাপতি এ বিষয়ে স্থাপত্য অধিদপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান যে, এটি নক্সার ত্রুটি নয় বরং নির্মাণকাজের ত্রুটি বা গাফিলতি। গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধি বলেন যে, ক্যাপগুলো ঠিক মতো সিল না করায় এবং কিছুটা গাফিলতি থাকায় এগুলো ঘটছে। এ পর্যায়ে যুগ্ম সচিব (পরিকল্পনা-১) আরো বলেন যে, কক্সবাজার সদরে ফায়ার অধিদপ্তরকে গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে প্রায় ০১ একর জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। তিনি সম্প্রতি এটি পরিদর্শন করে দেখেন যে, কিছু লোকজন জমির এক পাশে অবৈধ ঘরবাড়ি নির্মাণ করেছে; তাই দ্রুত এটি দখলে রাখার স্বার্থে বাউন্ডারি দেওয়াল নির্মাণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে মহাপরিচালক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর বলেন, গত বছর তারা জমিটি বরাদ্দ পেয়েছেন। সভাপতি এই জমিসহ অধিদপ্তরের বরাদ্দকৃত/অধিগ্রহণকৃত স্থানসমূহের দখল রক্ষা করার জন্য বাউন্ডারি দেওয়াল নির্মাণের ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। এ পর্যায়ে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট ফায়ার স্টেশনের রাস্তা প্রধান সড়কে না দিয়ে পার্শ্ববর্তী রাস্তা দিয়ে সংযোগ করা হয়েছে, এতে পানিবাহী গাড়ি চলাচল করতে অসুবিধা হবে। তিনি রাস্তাটি ও স্টেশনটি প্রধান সড়ক থেকে ৮/১০ ফুট নিচু হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেন। মহাপরিচালক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ও প্রকল্প পরিচালক বিষয়টি সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন মর্মে সভাকে জানান।

সিদ্ধান্ত:

(ক) উদ্বোধনের জন্য প্রেরীত প্রস্তাবে উল্লিখিত সকল স্টেশনের নির্মাণকাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করতে হবে এবং অন্য কোন সমস্যা থাকলে তাও দূরীভূত করতে হবে;

(খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মে ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের ০৪টি করে পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে;

(গ) হাতিয়া, নোয়াখালী ফায়ার স্টেশনের ত্রুটি নিরসন করতে হবে এবং সিলেট ফায়ার স্টেশনের রাস্তার বিষয়ে পরবর্তী সভায় অবহিত করতে হবে;

(ঘ) বাদ পড়া স্টেশনসমূহের জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াগুলো ২০২২ এর মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে ও পরবর্তী সভায় অগ্রগতি অবহিত করতে হবে;

(ঙ) কক্সবাজার সহ অন্যান্য স্থানে অধিগ্রহণ চলমান রয়েছে এমন এবং বরাদ্দকৃত অন্যান্য সকল স্থানে দখল নিশ্চিত করার স্বার্থে অধিদপ্তরের বাজেটে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করতে হবে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ডুবুরী ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভায় জানান যে, প্রকল্পটি জুন ২০২২ সময়ে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, এ প্রকল্পের ০৯টি সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য টেন্ডার করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪টির কাজের আদেশ দেওয়া

হয়েছে এবং ৫টির জন্য টেন্ডার জমা পড়েছে; তবে মূল্যায়নের কাজ শেষ হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের উপকরণ সংগৃহীত হবে । প্রকল্প পরিচালক আরো জানান যে, প্রকল্পে ৩০ জন ডুবুরীকে ২টি ভাগে বিভক্ত করে ইউকেতে প্রশিক্ষণের প্রস্তাব দ্রুত এ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। সভাপতি প্রকল্পটি যথাসময়ে শেষ করতে হবে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য উপকরণ পিপিআর অনুযায়ী মার্চ ২০২২ এর মধ্যে সংগ্রহের উদ্যোগ নিতে হবে এবং অধিদপ্তর হতে সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক মার্চ ১৫ তারিখের মধ্যে এ বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

(খ) ডুবুরীদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণের বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত/প্রস্তাব ১৫ মার্চ ২০২২ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মে ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে।

(ঘ) প্রকল্প যথাসময়ে উপকরণ সংগ্রহ না করার জন্য জটিলতা হলে সংশ্লিষ্টদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতে হবে।

১১টি মডার্ণ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে বলেন যে, জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক আইএমইডিতে একটি সভায় যোগদান করায় মহাপরিচালক ফায়ার সাভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সভাকে বলেন যে, এ প্রকল্পের আওতায় ০২টি স্টেশনের কাজ শেষ হয়েছে। বাকি ৭টি স্টেশনের কাজ জুন/২০২১ এর মধ্যে শেষ হবে। রুপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পাবনা এর টেন্ডার করা হয়েছে এবং কালুরঘাট, চট্টগ্রামে মডার্ণ ফায়ার স্টেশন নির্মাণের টেন্ডার চলতি মাসে টেন্ডার করা হবে । প্রকল্পের মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যাতিরকে এক বছর বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে;

(খ) এই প্রকল্পের আওতায় ০৩টি স্টেশন নির্মাণের জন্য এপিএতে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক এই লক্ষমাত্রা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিবেন;

(গ) প্রকল্প পরিচালক নিয়মিত প্রকল্পের স্থানসমূহ পরিদর্শন করবেন ও মানসম্মতভাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবকাঠামো নির্মাণ নিশ্চিত করবেন;

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মে ২০২২ এর মধ্যে অর্থবছরে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে।

Strengthening Ability of Fire Emergency Response (SAFER) Project প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে বলেন যে, এ বিভাগের একমাত্র কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি অক্টোবর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন ভৌত অবকাঠামো কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে, ভিতরের ওয়ারিং এর কাজ চলছে। মে/জুন ২০২২ এর মধ্যে যন্ত্রপাতি স্থাপনের কাজ শুরু করা হবে। সভাপতির এক প্রশ্নের জবাবে তিনি সভাকে বলেন যে, KOICA দেশি একটি কোম্পানির সঙ্গে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের জন্য চুক্তি করেছে মর্মে তারা জানতে পেরেছেন। সভাপতি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তির জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের পর সফটওয়্যার ও অন্যান্য দ্রব্যাদি ক্রয়ের পূর্বে মন্ত্রণালয়কে সম্পৃক্ত করতে হবে;
(খ) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তদারকি করতে হবে;
(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মে ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের ০৪টি পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের নতুন প্রকল্পসমূহঃ

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত
১.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর এ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) প্রকল্প (জানুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২৩)	ডিপিপি গত ১১/০১/২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। একনেকের জন্য অপেক্ষমাণ।
২.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ১০টি বিশেষায়িত অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার ইউনিট স্থাপন প্রকল্প (০১/০৭/২০২১ থেকে ৩০/০৬/২০২৪)	গত ২০/১২/২০২১ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক প্রস্তাবিত ডিপিপি'র উপর যাচাই কমিটির সভা হয়। অধিদপ্তরে ডিপিপি পুনর্গঠন এর কাজ চলমান রয়েছে।
৩.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকতা কর্মচারীদের জন্য ৬টি বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৪)	গত ২১/১২/২০২১ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ডিপিপি'র উপর যাচাই কমিটির সভা হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তমতে অধিদপ্তরে ডিপিপি পুনর্গঠন এর কাজ চলমান রয়েছে।
৪.	দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৩১টি স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প (মার্চ ২০২২ হতে জুন ২০২৫)	প্রকল্পটি সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য ০৬/০২/২০২২ তারিখে কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। ডিপিপি যাচাই কমিটির সভার অধিদপ্তরে ডিপিপি পুনর্গঠন এর কাজ চলমান রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রস্তাবের সময়ে প্রকল্পটির নাম বাস্তবসম্মতভাবে পুনর্গঠন করতে হবে।

কারা অধিদপ্তর-এর প্রকল্পসমূহঃ

খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প:

আলোচনা:

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে ২৫১.০৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, এ প্রকল্পের আরডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। গত আগস্ট ২০২১ মাসে প্রকল্পটির পিইসি সভা হয়েছিল। আরডিপিপি-এর কতিপয় সংশোধনের বিষয় ছিল যা পরিকল্পনা কমিশনে গিয়ে সমাধান করা হয়েছে। আরডিপিপি অনুমোদন না হওয়ায় আরডিপিপিতে যে সকল অংগের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে সে সকল অংগের দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে না। ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি কম হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি আরডিপিপি অনুমোদনের পূর্বে ওয়ার্ক অর্ডার দেয়া ছাড়া টেন্ডারের বাকি প্রাথমিক কার্যক্রম সম্পন্ন করে রাখার বিষয়ে ইতোপূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্তের পুনরুল্লেখ করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) আরডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত অংগসমুহের দরপত্র আহবান ও প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। তবে আরডিপিপি অনুমোদনের আগে কার্যাদেশ দেওয়া যাবে না;
(খ) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তদারকি করতে হবে;
(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মে, ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে।

কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী, রাজশাহী নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনা:

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে ৭৩.৪২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত। প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন, গত অর্থ বছরে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ সমাপ্ত হলেও প্রকল্পটি সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। পরিকল্পনা কমিশনে ০৯/০৩/২০২২ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হবে। পিইসি সভার সুপারিশের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য একনেকে যাবে। সভাপতি বলেন, প্রকল্পের টেন্ডারের প্রাথমিক কার্যক্রম সম্পন্ন করে রাখতে হবে, তবে আরডিপিপি অনুমোদনের পূর্বে work order দেওয়া যাবেনা।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) প্রকল্পটির টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন করে রাখতে হবে; তবে RDPP অনুমোদনের পূর্বে কার্যাদেশ দেওয়া যাবে না;

(খ) পরিকল্পনা কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে দ্রুত RDPP অনুমোদনের উদ্যোগ নিতে হবে ;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মে ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে;

ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প:

আলোচনা:

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি ১২৭৬০.৬৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৫ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত। মেয়াদ বৃদ্ধিসহ সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, গত অর্থবছরে প্রকল্পটি সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্পের মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রায় সকল পূর্ত ও নির্মাণ কাজ শেষের দিকে। সংশোধিত ডিপিপির উপর ১২/০১/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার পর্যবেক্ষণসমূহের আলোকে জবাব তৈরী করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান। সংশোধিত ডিপিপি পুনর্গঠন করে শীঘ্রই পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হবে বলে তিনি জানান।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে;

(খ) পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে RDPP পুনর্গঠন করে ২৪/৩/২০২২ তারিখের মধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মে ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে।

কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ বিভাগ) প্রকল্প:

আলোচনা:

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি ৪৯.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ছিল। গত অর্থ বছরে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ সমাপ্ত করার লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও প্রকল্প সমাপ্ত হবে না বিবেচনায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ এক বছর অর্থাৎ জুন, ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন, জ্যামার ক্রয়ের নিমিত্ত স্পেশিফিকেশন প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং স্পেশিফিকেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছ। সভাপতি মোবাইল জ্যামার ক্রয় কার্যক্রম দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) প্রকল্পের সকল উপকরণের স্টক রেজিষ্টার এবং সেগুলোর বর্তমান অবস্থার একটি প্রতিবেদন ২০ মার্চ ২০২২

তারিখের মধ্যে প্রণয়ন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;
(খ) যথাসময়ে মোবাইল জ্যামারের উপকরণ সংগ্রহ করে প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে;
(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মে ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে।

পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি ৬০৭.৩৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০১৮ হতে ডিসেম্বর,২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পের আওতায় তিনটি জোন অর্থাৎ এ, বি ও সি জোনের মধ্যে জোন বি এর কাজ চলছে। তিনি জানান, প্রকল্পের RDPP প্রণয়ণের কাজ চলছে । প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন, টেকনিক্যাল কমিটির সভায় টেকনিক্যাল সাব-কমিটির অনুমোদন নেয়া প্রয়োজন। তিনি জানান, জোন-এ এর নির্মাণ ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় RDPP পুর্নগঠন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হবে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকারী সংস্থা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পের কার্যক্রম কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী চলমান রয়েছে এবং তা নিয়মিত তদারকি করা হচ্ছে। সভাপতি বলেন, প্রকল্পটি স্পর্শকাতর এবং অন্য সকল প্রকল্প থেকে ভিন্নতর। সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সমন্বয় করে গুরুত্বসহকারে সময়মত প্রকল্পটির কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) ডিপিপি সংশোধনের কার্যক্রম মার্চ, ২০২২ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে;
(খ) প্রকল্প কার্যক্রম রোডম্যাপ অনুযায়ী যথাযথভাবে দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে।
(খ) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তদারকি করতে হবে;
(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মে, ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ হবে;

কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুন:নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনা:

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২২ মেয়াদে ৬২৪.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য একটি সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা পিডব্লিউডি এবং কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক আরো জানান, অস্থায়ী স্থাপনা করে কারাবন্দিদের স্থানান্তর করে বাকী কাজ করা হবে বিধায় প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির জন্য আরো সময়ের প্রয়োজন। সভাপতি প্রকল্পের মেয়াদ বাস্তবসম্মতভাবে বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি বলেন, জেল সুপারের সাথে সমন্বয় করে গেইট নির্মাণ করে স্থাপনা সরিয়ে ফেলতে হবে। তিনি আরো বলেন, কুমিল্লা কেন্দ্রিয় কারাগারের জায়গায় বিদ্যমান রাস্তাটির বিষয়ে কারা মহাপরিদর্শক জেলা প্রশাসক, কুমিল্লার সাথে আলোচনাপূর্বক নিষ্পত্তি করবেন।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) প্রতিটি অংগের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে;
(খ) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তদারকি করতে হবে;
(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মে, ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে;

(ঘ) জেল সুপারের সাথে সমন্বয় করে গেইট নির্মাণ করে স্থাপনা সরানোর কাজ সম্পন্ন করতে হবে;
(ঙ) জেলা প্রশাসকের সাথে আলোচনাপূর্বক কারাগারের সীমানায় বিদ্যমান রাস্তার বিষয়টি সমাধান করতে হবে;
(চ) বাস্তবসম্মতভাবে সময় নির্ধারণ করে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনা:

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি ৩২৬.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত আছে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পের কার্যক্রমের গ্যান্ট চার্ট করা আছে। এ প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ চলছে। তিনি জানান, এ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এবং ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন, রাস্তার সীমানা নির্ধারণে সমস্যা থাকায় Lay Out দিতে পারছেন না। অধিগ্রহণকৃত জমি পরিমাপ করে পুনরায় তা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য জেলা প্রশাসনের নিকট পত্র দেওয়া হয়েছে। আইজিপি বলেন, জেলা প্রশাসন থেকে সীমানা নির্ধারণ বুঝে পেলে ৩টি স্থাপনা adjust করতে হবে। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)কে জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ করে সীমানা নির্ধারণ নিশ্চিত করার বিষয়ে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে হবে;
(খ) পূর্ত কাজের সাথে সামঞ্জস্য রেখে করে ক্রয় পরিকল্পনা করতে হবে;
(গ) অধিগৃহণকৃত জমির সীমানা নির্ধারণের বিষয়টি সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মে, ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সম্পন্ন করতে হবে;
(ঙ) বাস্তবসম্মতভাবে নির্ধারণ করে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

জামালপুর জেলা কারাগার পুন: নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনা:

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি ২১০.০৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পের ০৭টি পূর্ত কাজ। পূর্ত কাজের ২টি প্যাকেজের মধ্যে প্যাকেজ-২ এর কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে এবং অবশিষ্ট কাজের নির্মাণকাজ চলমান আছে। প্যাকেজ-১ এর মূল্যায়নের জন্য বর্তমানে প্রস্তাব গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে রয়েছে এবং প্যাকেজ-৩ থেকে ৭ পর্যন্ত প্যাকেজের টেকনিক্যাল অনুমোদনের জন্য গণপূর্ত সার্কেল অফিসে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে বলে তিনি সভায় জানান। সভাপতি সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তদানুযায়ী কার্যক্রম তদারকি অব্যাহত রাখার জন্য প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি বলেন, আলোচ্য প্রকল্পের যাবতীয় কার্যক্রম অনুমোদিত সময়কালের মধ্যেই সম্পন্ন করতে হবে। এজন্য তিনি প্রকল্প পরিচালককে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) দ্রুততার সঙ্গে প্যাকেজগুলোর টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ শুরু করতে হবে;
(খ) সময়াবদ্ধ (Time Bound) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক টার্গেট অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তদারকি করতে হবে;
(গ) পূর্ত কাজের সাথে সমন্বয় করে প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে;
(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা মে, ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা আবশ্যিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

কারা অধিদপ্তরের নতুন প্রকল্পসমূহঃ

ক্রম	প্রকল্পের নাম	**সর্বশেষ অগ্রগতি**
১.	রাংগামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলা কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প। (০১/০৭/২০২১ থেকে ৩০/০৬/২০২৪) (উচ্চ অগ্রাধিকার)	প্রকল্পটির মাস্টারপ্ল্যান অনুমোদন করা হয়েছে এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে। দ্রুততার সঙ্গে ডিপিপি প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
২.	যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প। (০১/০৭/২০২১ থেকে ৩০/০৬/২০২৪) (উচ্চ অগ্রাধিকার)	স্থাপত্য অধিদপ্তরের মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের কাজ চলছে। মাস্টারপ্ল্যান চূড়ান্ত হলে সে মোতাবেক গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
৩.	কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন প্রকল্প (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগ। (০১/০৭/২০২১ থেকে ৩০/০৬/২০২৪) (উচ্চ অগ্রাধিকার)	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে। দ্রুততার সঙ্গে ডিপিপি প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
৪.	ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প। (০১/০৭/২০২১ থেকে ৩০/০৬/২০২৩) (উচ্চ অগ্রাধিকার)	স্থাপত্য অধিদপ্তর হতে সংশোধিত মাস্টারপ্ল্যান পিইসি সভা ও মন্ত্রণালয়ের পর্যবেক্ষণের আলোকে গণপূর্ত অধিদপ্তরে ডিপিপি সংশোধনের কাজ চলমান রয়েছে।
৫.	এ্যাম্বুলেন্স, নিরাপত্তা সংক্রান্ত গাড়ি ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারা অধিদপ্তরের আধুনিকায়ন প্রকল্প। (০১/০৩/২০২১ থেকে ৩০/০৬/২০২২) (উচ্চ অগ্রাধিকার)	কারা অধিদপ্তর হতে পুর্নগঠিত ডিপিপি সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
৬.	কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল নির্মাণ প্রকল্প। (০১/০৭/২০২১ থেকে ৩০/০৬/২০২৩) (উচ্চ অগ্রাধিকার)	০৮/০৮/২০২১ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগের যাচাই বাছাই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কারা অধিদপ্তরের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান আছে। ডিপিপি সংশোধনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য Proposal for Feasibility Study (PFS) করা হচ্ছে।

সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ মোকাব্বির হোসেন
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০.০৯৩.০৬.০০৭.২১.৬৩

তারিখ: ২৮ ফাল্গুন ১৪২৮
১৩ মার্চ ২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সিনিয়র সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, অর্থ বিভাগ
২) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৩) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৪) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৫) সদস্য, আর্থ সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৬) সচিব , অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

৭) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

৮) সচিব, সচিবের দপ্তর , পরিকল্পনা বিভাগ

৯) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

১০) মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর

১১) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

১২) অতিরিক্ত সচিব, নিরাপত্তা ও বহিরাগমণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

১৩) অতিরিক্ত সচিব, কারা অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

১৪) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

১৫) অতিরিক্ত সচিব, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

১৬) অতিরিক্ত সচিব, অগ্নি অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

১৭) মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

১৮) মহাপরিচালক, মহাপরিচালকের দপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

১৯) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

২০) কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর

২১) প্রধান প্রকৌশলী , প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর

২২) প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর

২৩) প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা

২৪) যুগ্মসচিব, পরি-১ শাখা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

২৫) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

২৬) সচিবের একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

২৭) প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ
উপসচিব